গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
মাদক-২ শাখা

...

সভাপতি	ইসরাত চৌধুরী অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য অনুবিভাগ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা।
সভার তারিখ	২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১।
সভার সময়	সকাল-১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	Zoom Online Platform.
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। গত ০২/০৬/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রৈমাসিক ১৩তম পরিবীক্ষণ সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-সচিব মাদক (অধিশাখা) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	মাদক সংক্রান্ত মামলাসমূহের তদন্ত ও বিচার দ্রুত নিষ্পত্তির সহায়তা করা।	উপ-সচিব (মাদক অধিশাখা) জানান যে, মাদক মামলাসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিধপ্তর প্রধান কার্যালয়ের ২৮/০৭/২০২১ তারিখের ৩৯৫ নং স্মারকে নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। এই প্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন যে, কেবল মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করলেই হবে না, মনিটরিং এর ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। উপ-সচিব (মাদক অধিশাখা) বলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রস্তাবের আলোকে ইতোমধ্যে প্রসিকিউটরের ৭টি শূন্য পদে নিয়োগের জন্য বাংলাদশে সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত: ১। মাদক মামলাসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; ২। মাদক মামলাসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসকে তদারকি ও মনিটরিং বাড়াতে হবে।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

<table>
<tr>
<td>০২।</td>
<td>মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা।</td>
<td>উপসচিব (মাদক) সভায় জুন/জুলাই/আগস্ট ২০২১ মাসের মাদকবিরোধী অভিযানের তথ্য উপস্থাপন করেন।
<table>
<tr><td>মাস</td><td>অভিযান</td><td>মামলা</td><td>আসামী</td></tr>
<tr><td>জুন/২০২১</td><td>২৩০৪</td><td>১৪১০</td><td>১৪৯১</td></tr>
<tr><td>জুলাই/২০২১</td><td>১৪৪১</td><td>৮৬৯</td><td>৯২৭</td></tr>
<tr><td>আগস্ট/২০২১</td><td>৬৪৯৩</td><td>১৬৫৫</td><td>১৭৬৯</td></tr>
</table>
সভাপতি বলেন, জুলাই/২১ মাসে কোভিড সংক্রমনের হার সবচেয়ে বেশী থাকায় অভিযান হয়তঃ তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে যার কাজ করছেন তাদের শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কাজ করতে হবে। তিনি মাদকসেবীদের চেয়ে মাদক কারবারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের উপর অধিক গুরুত্বারোপের পরার্মশ প্রদান করেন। কোভিডের সংক্রমন কমলে চলতি মাসে অভিযানের হার আরো বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
উপ-সচিব (মাদক অধিশাখা) জানান মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ০১ (এক) জন বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট যোগদান করেছেন।
সিদ্ধান্তঃ
১. মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে;
২. সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে মাদকের অনুপ্রবেশ বন্ধে নজরদারী বৃদ্ধি করতে হবে।;
৩. মাদকসেবীদের চেয়ে মাদক কারবারী/ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে।</td>
<td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>উপ-সচিব (মাদক অধিশাখা) জানান গত জুন ২০২১ হতে আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত ০৩ (তিন) মাসে ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় ১৯৪ টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৪১৫ টি, রাজশাহী বিভাগে ৯৩ টি, খুলনা বিভাগে ২১৯ টি, সিলেট বিভাগে ১০০টি, রংপুর বিভাগে ২৫৮টি ও ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন জেলায় ৮৮টি সহ র্সবমোট ১৩৬৭টি মাদকবিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এছাড়া ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১২ টি, চট্টগ্রাম বিভাগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬৯৭টি, রাজশাহী বিভাগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১২৩ টি, বরিশাল বিভাগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০ টি, সিলেট বিভাগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫২টি, খুলনা বিভাগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮৪টি, রংপুর বিভাগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪৩৬টি এবং ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৬৯টি অনলাইন ক্লাসে মাদকবিরোধী বক্তৃতা প্রদান করা হয়েছে।
গত ০৩ (তিন) মাসে পরিচালিত গনসচেতনতামূলক কর্মসূচির পরিসংখ্যান সম্পকে বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে কিভাবে মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছিল সভাপতি তা জানতে চান। এ প্রসংগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক (নিরোধ শিক্ষা) বলেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন বিভাগ ও জেলায় স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে উল্লিখিত সভা-সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা</td>
<td></td>
</tr>
</table>

০৩।	মাদকবিরোধী গণসচেতনা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সভা/ সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা।	(এনজিও) কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার বা ওয়ার্কশপে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের স্থানীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণও অংশগ্রহণ করেছেন। অতিরিক্ত পরিচালক, ঢাকা বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় বলেন, মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে সাধারণ মানুষের যে জমায়েত হয়, সেখানে তাদের উদ্দেশ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান করে থাকেন। তিনি বলেন কোভিড পরিস্থিতি এখন উন্নতির দিকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হচ্ছে, গণসচেতনতামুলক কার্যক্রম পুনরায় জোরদার করা হবে। সভাপতি মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলোর বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণির পেশার সাধারণ মানুষকে সচতেন করার বিষয়ে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক (নিরোধ শিক্ষা) বলেন, বিভিন্ন জনসমাগমস্থলে জেলা তথ্য অফিসের সহায়তায় মাদকবিরোধী প্রামাণ্যচিত্র, নাটক-নাটিকা, শর্ট ফ্লিম ইত্যাদি প্রর্দশন করা হয়েছে । পাশাপাশি এসব জমায়েতে উপস্থিত লোকজনের মাঝে মাদকের ক্ষতিকর তথ্য সম্বলিত লিফটলেট ও বিতরণ করা হয়েছে। উপপরিচালক (নিরোধ শিক্ষা) বলেন, প্রমিসেস মেডিকেল এর সহযোগিতায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রস্তাব মতে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে বাংলা টিভি ও আরটিভিতে প্রতি মাসে ০৪টি করে মাদকবিরোধী টকশো আয়োজন করা হচ্ছে। উক্ত চ্যানেল দুটিতে প্রচারিত টকশোতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের একটি প্যানেল বা তালিকা প্রমিসেস মেডিকেল লিঃ এর চেয়ারম্যানকে সরবরাহ করা হয়েছে। টকশো আয়োজনে যাবতীয় সহযোগিতার জন্য পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা) কে ফোকাল পয়ন্টে হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বাংলা টিভি ও আরটিভির বাইরে জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল মাদকবিরোধী অনুষ্ঠান আয়োজনের নিমিত্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রমিসেস মেডিকেল লিঃ ও চ্যানেল আই এর মধ্যে ত্রিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি করার জন্য প্রমিসেস মেডিকেল লিঃ কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উপপরিচালক (নিরোধ শিক্ষা) বলেন জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলগুলোতে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে মাদকবিরোধী টকশো প্রচারের জন্য ইতোমধ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ অনুসরণ করে এজেন্সি নিয়োগ করার লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি শেষ করে শীঘ্রই টকশো প্রচাররে কাজ শুরু করা হবে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে টিভিসি তৈরীর কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। টকশোর পাশাপাশি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে উল্লেখিত টিভিসিটিও প্রদর্শণ করা হবে। তিনি বলেন যে, সারা দেশে মাদকের বিরুদ্ধে গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক একটি এ্যাকশন প্লান তৈরি করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য আগামী অক্টোবর ২০২১ মাস থেকে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

		কর্মশালা শেষে আগামী ২০২২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এ্যাকশন প্লান বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হবে। জনাব মো: মোসাদ্দেক হোসেন রাজা, অতিরিক্ত পরিচালক (গোয়েন্দা) বলেন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে মাদক পাচার প্রতিরোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও ডাক বিভাগের সাথে সভা করা হয়েছে। ডাক বিভাগ এবং কুরিয়ার সার্ভিসের সংশ্লিষ্টদের নিয়ে গত ০৬-০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মাদকদ্রব্য পরিচিতি ও সনাক্তকরণে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনলাইনে (জুম) প্লাটর্ফমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক্ষণে কুরিয়ার সার্ভিসের পার্শ্বেল পাঠানোর সময় পার্শ্বেল প্রেরণকারীর নাম পরিচয় সঠিক আছে কিনা তা সনাক্ত করার জন্য এনআইডি ডাটাবেইজে এক্সেস প্রদান করা হলে মনিটরিং আরো জোরদার হতো। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন বিষয়টি একটি স্পর্শকাতর ইস্যু। এ বিষয়ে আরো চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। সিদ্ধান্তঃ ১। মাদকবিরোধী গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সভা/ সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে; ২। কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে মাদক পাচার রোধে বাংলাদশে ডাক বিভাগ এবং কুরিয়ার সার্ভিসের সংশ্লিষ্টদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন অব্যাহত রাখা; ৩। কোভিড পরবর্তী সময়ে অভ্যন্তরীণ সভা ও সেমিনারের পাশাপাশি জনসমাগমস্থলে মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরার ব্যবস্থা করতে হবে; ৪। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে টিবিসি তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে; ৫। বেসরকারি টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে মাদকবিরোধী টকশো প্রচার করতে হবে; ৬। সারা দেশে মাদকের বিরুদ্ধে গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণয়নকৃত এ্যাকশন প্লান সত্বর বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং অগ্রগতি এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে; ৭। এনআইডি ডাটাবইেজে মাদক ব্যবসায়ীদের /সরবরাহকারীদের নাম ঠিকানা যাচাই করার বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রস্তাব প্রেরণ করবে।	
		সিদ্ধান্তঃ ১। গত ২৯ মার্চ ২০১৮ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভায় শুক্রবার জুম্মার নামাজের খুতবার আগে মসজিদের ইমামগণ কর্তৃক মাদকবিরোধী বয়ান/বক্তব্য প্রদানের বিষয়টি উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নিশ্চিত করবেন, জেলা প্রশাসকগণ কার্যক্রমটি মনিটরিং করবেন এবং মাসিকভিত্তিতে বিভাগীয় কমিশনারগণকে অবহিত করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় অতিরিক্ত পরিচালক ও জেলা কর্মকর্তাগণকে সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের জন্য স্ব-স্ব বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করার জন্য অধিদপ্তর হতে গত ২৪/০৪/২০২১৮ তারিখে ৪৭৯ (১১) নং স্মারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক	

০৪।	বিবিধ আলোচনা	অধিদপ্তরের সকল জেলার সহকারী পরিচালক স্ব-স্ব জেলা প্রশাসকের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। ২। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তা এনটিএমসি'র সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। তারা নিয়মিতভাবে মোবাইল ট্রাকিং কার্যক্রম এনটিএমসি এর সাথে সমন্বয় করে পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা-কে গত ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ০২ (দুই) দিনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে। ৩। রোহিঙ্গা শিবিরে আগস্ট ২০২১ এ ৪০০টি মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও ০৩ (তিন)টি পথসভা আয়োজন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি আরেকটু স্বাভাবিক হলে এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এবং এনজিওদের সাথে সমন্বয় করে বড় আকারে মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক সভা আয়োজন করা হবে । ৪ (ক)। "মর্ডানাইজেশন অব ডিএনসি" শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে; ৪ (খ)। অধিদপ্তরের নিজস্ব জায়াগায় ০৭টি জেলা কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্তে নকশা ও লে-আউট প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে; ৪ (গ)। "ডগ স্কোয়াড স্থাপন" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্তে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি গত ২২ সেপ্টেম্বর/২০২১ তারিখে বাংলাদেশ পুলিশ ও ব্যাব এর ডগ স্কোয়াড পরিদর্শন করেছে। এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উপ-পরিচালক (অপারেশনস্) বলেন, মোবাইল ট্রাকিং এর বিষয়ে ইতোপূর্বে এনটিএমসি-তে ২(জন) সহকারী পরিচালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। সন্দেহভাজন কারো মোবাইল নম্বর দিলে এনটিএমসি এর সহযোগিতায় বা স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে মাদক ব্যবসায়ীরা কখন কোথায় কি করেন পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এতে তাদের অবস্থান জানা যাচ্ছে। **সিদ্ধান্তঃ** ১। গত ২৯/০৩/২০২১৮ তারিখে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সাথে বিভাগীয় কমিশনারদের সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় সকল মসজিদে জুম্মার দিন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মাদকের ক্ষতিকর বিষয় নিয়ে নিয়মিত বয়ান/ আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক/উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক সর্বদা জেলা প্রশাসক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন; ২। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার করে মাদক কেনা-বেচা নিয়ন্ত্রণ এবং অসাধু মাদক ব্যবসায়ীদের চিহ্নিতকরণের জন্য মোবাইল ট্রাকিং এর ক্ষেত্রে এনটিএমসি'র সাথে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; ৩। স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও এনজিওদের মাধ্যমে রোহিঙ্গা শিবিরে মাদকবিরোধী প্রচার কার্যক্রম জোরদার করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবে;	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

		৪। অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সময়োপযোগী প্রকল্প প্রণয়নপূর্বক প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে; ৫। এনটিএমসি এর সাথে সমন্বয়পূর্বক মাদক ব্যবসায়ীদের চিহ্নিতকরণে মোবাইল ট্রাকিং কার্যক্রম চালু রাখতে হবে।	

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

ইসরাত চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য অনুবিভাগ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৬২.৩১.০০১.২০.১৩৪

তারিখ: ১৯ আশ্বিন ১৪২৮
০৪ অক্টোবর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ৪১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২) পরিচালক, নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩) পরিচালক, অপারেশনস্ ও ট্রাফিকিং অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪) উপসচিব, মাদক-১ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা।
৫) সচিবের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৬) জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক, বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ১৭৪ ডিস্টিলারী রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা।
৭) অতিরিক্ত পরিচালক, গোয়েন্দা অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮) উপপরিচালক, অপারেশনস্ ও ট্রাফিকিং অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯) উপপরিচালক, নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা।
১১) অতিরিক্ত সচিব (মাদক অনুবিভাগ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা।

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)